জিহাদের পূর্বে আত্মশুদ্ধি

ইমাম আনোয়ার আল আওলাক্বি (রহঃ)

জিহাদের পূর্বে আত্মশুদ্ধি – ইমাম আনোয়ার আল আওলাক্বি (রহঃ)

নিম্নলিখিত অংশ শেখ আনোয়ার আল আওলাকির ‘জিহাদের পথে যা কিছু অপরিবর্তনীয়’ সিরিজ থেকে নেয়া (যার মূল ভিত্তি ইউসূফ আল উয়াইরির (রহঃ) বই ‘সাওয়াবিত য়ালা দারব আল জিহাদ’)

জিহাদের আগে আত্মশুদ্ধি কি গ্রহণযোগ্য ওজর?

আল্লাহ বলেন, “তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।’’ [সূরা বাকারা- ২১৬]

এই আয়াতটি মুসলিমদের জন্য কিতালের আদেশ। উল্লেখ্য, অনেক মুসলিমরা এবং ইসলামিক দল বলেন জিহাদ করার আগে আমাদেরকে অবশ্যই আত্মশুদ্ধি করতে হবে। তারা এটিকে এভাবে উপস্থাপন করেন যেঃ “ আত্মশুদ্ধি হচ্ছে জিহাদের পূর্বশর্ত; তাই আত্মশুদ্ধি ছাড়া জিহাদ করা যাবে না।“ অন্যভাষায়, তারা বলে জিহাদের আগে আত্মশুদ্ধি বাধ্যতামূলক। অন্যরা বলেন, আমরা এখন মাক্কী জীবনে আছি, অতএব এখন কোন জিহাদ করা উচিত হবে না।“

এটা কি গ্রহণযোগ্য? সেখানে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বিলম্বিত করার কোন গ্রহনযোগ্যতা কি আছে?

বিষয়টি সহজভাবে বুঝার জন্য প্রশ্নটি পরিবর্তন করা যাক। যদি কোন ব্যক্তি রামাদানের সময় মুসলিম হয় তাহলে কি আপনি তাঁকে বলবেন যে সিয়াম পালন করার আগে তাঁকে অবশ্যই আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে? আপনি কি তাঁকে বলবেন যে আমরা এখন মাক্কী জীবনে আছি অতএব আপনাকে সিয়াম পালন করতে হবে না? রোযা রাখা শুরু করার আগে আপনার হাতে প্রায় ১৫ বছর সময় আছে, যেহেতু এই সময় পরেই রোযার হুকুম এসেছিলো, তাই এর আগে আপনি রামাদানের সময় খেতে পারবেন এবং আপনাকে কোন রোযা রাখতে হবে না। কিন্তু যখন সেই ১৫ বছর শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি রোযা রাখার জন্য যথেষ্ট আত্মশুদ্ধি অর্জন করবেন। একথা কেউই বলে না; এটি একটি হাস্যরস। তাহলে আমরা কেন একথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রে বলি? এই দুটির মধ্যে কি পার্থক্য যখন জিহাদের হুকুম ও সিয়ামের হুকুম একই রুপে আছে?

কুতিবা ‘আলাইকুমুস সিয়াম……

তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে…… (সূরা বাকারা- ১৮৩)

কুতিবা ‘আলাইকুমুল কিতাল……

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে…… (সূরা বাকারা- ২১৬)

এই দুটি আয়াতই সূরা বাকারায় আছে। রোযা রাখা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে এবং যুদ্ধ করা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে; তাহলে আমরা কিভাবে এ দুটির প্রতি ভিন্ন আচরন করছি? কার্যত, রোযা ফরয করা হয়েছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পরে। নবুয়্যাতের ১৫ বছর পর রোযার হুকুম এসেছে এবং জিহাদের হুকুম এসেছে নবুয়্যাতের ১৩ বছর পর। সেখানে কি কারনে ২ বছরের পার্থক্য হল? সুতরাং, যুক্তিতে বলা যায়, মানুষকে আমাদের বলা উচিত যে রোযা রাখার আগে তাদের আত্মশুদ্ধি করা উচিত। আমরা কিভাবে আত্মশুদ্ধিকে জিহাদের আগে বাধ্যতামূলক করতে পারি যখন রাসুল (সাঃ) তা করেন নি? যখন একজন মানুষ মুসলিম হয়, তখন তিনি (সাঃ) কি তাকে বলেছিলেন শিক্ষকের অধিনে পড়ালেখা করতে এবং এরপর তিনি জিহাদ করতে পারবেন? তিনি কি বলেছিলেন জিহাদ করার আগে তাকে আরবী শিখতে হবে অথবা বিদেশে গিয়ে ইসলাম নিয়ে পড়ালেখা করতে হবে? আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইবন উকাইশ ইসলামপূর্ব জীবনে সুদী ধার দিয়েছিলেন; তাই তিনি এগুলো নেয়ার আগে ইসলাম গ্রহন অপছন্দ করছিলেন। তিনি উহুদের দিনে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেনঃ ‘আমার চাচাতো ভাইয়েরা কোথায়?’ মানুষ উত্তর দিলঃ ‘উহুদে’। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ ‘অমুকেরা কোথায়?’ তারা বললঃ ‘উহুদে’। তারপর তিনি বস্ত্র ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন; তারপর তিনি তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। যখন মুসলিমরা তাকে দেখলেন, তারা বললেনঃ “দূরে থাকো, আমর”। তিনি বলেনঃ ‘আমি ঈমান এনেছি।‘ তিনি আহত হওয়া পর্যন্ত লড়াই করলেন। তারপর আহত অবস্থায় তাকে তার পরিবারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সা’দ ইবন মুয়া’য (রাঃ) তার বোনের কাছে এসে বললেনঃ তাকে জিজ্ঞাসা করো (সে লড়াই করেছে কি না) পক্ষালম্বন করে, তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, নাকি আল্লাহর গযবের ভয়ে? তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ ও তার রাসুলের গযবের ভয়ে।’ তারপর তিনি মারা গেলেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করলেন। তিনি আল্লাহর জন্য একবেলা নামাযও আদায় করেননি। (সুনানে আবু দাউদঃ বই ১৪, নাম্বার ২৫৩১)

তিনি যখন মুসলিম হলেন তখন কি রাসুল (সাঃ) তাঁকে বলেছিলেন কুরআন বা হাদিস পড়তে? উকাইশ কিছুই করেননি কিন্তু আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন; একজন মুসলিম সর্বোচ্চ যে সম্মান পেতে পারে তিনি তা অর্জন করলেন। একজন ইহুদির চেয়ে আর কার বেশী আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন? মানুষ বলে জিহাদের আগে একজন মুসলিমের অনেক বেশী আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন; স্পষ্টভাবে একজন ইহুদির আরো বেশী আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন। বুখাইরীক উহুদের যুদ্ধে ইসলাম গ্রহন করেন এবং শহীদ হন; রাসুল (সাঃ) বলেন, “বুখাইরীক ইহুদিদের মধ্যে সর্বোত্তম।” তিনি ঈমানের কোন নিবিড় প্রশিক্ষনের মধ্য দিয়ে যাননি। তারপরও রাসুল (সাঃ) বলেছেন, তিনি ছিলেন ইহুদিদের মধ্যে সর্বোত্তম। কেনো? কারন তিনি জিহাদের ময়দানে লড়াই করেছেন এবং শহীদ হয়েছেন। এটি একেবারেই আত্মশুদ্ধিকে ছোট করে দেখানোর জন্য নয়; কিন্তু যখন আমরা এটিকে জিহাদের জন্য কঠোর পূর্বশর্ত বানাই এবং আমরা দেখি যে এটি আবশ্যক নয়। তাহলে অনেক মুসলিম জিহাদের আগে আত্মশুদ্ধি চাওয়ার কারন কি? কারন আল্লাহ বলেছেন, “তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।” এটিই হচ্ছে কারন; কারন হল যেহেতু মানুষ এটি অপছন্দ করে এবং জিহাদ থেকে অব্যাহতির জন্য অজুহাত খুঁজার চেষ্টা করে। তাই তারা বলে আমাদের আত্মশুদ্ধি অর্জন করা দরকার অথবা শত্রু খুব শক্তিশালী। এটি আমাদের মানবিক স্বভাব, এটি আমাদের

ফিতরাতের অংশ। আল্লাহ এমনই বলেছেন। যুদ্ধের বাস্তবতা হচ্ছে এমন কিছু যা অধিকাংশ মানুষ পছন্দ করে না। এটা সাহাবাদের সময়েও পেটে মোচর দিয়ে উঠা কাজ ছিলো, এখনও তা।